গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
গণভবন কমপ্লেক্স
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

নম্বর ২৩.০০.০০০০.০১০.০২.০০১.১৮-৩৮৯ তারিখ: ৬ পৌষ ১৪২৭ / ২১ ডিসেম্বর ২০২০

প্রজ্ঞাপন

বিষয়ঃ **প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত ঋণ এবং গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০১৯ (সংশোধিত)।**

নং-২৩.০০.০০০০.০১০.০২.০০১.১৮-১৬০ উপর্যুক্ত বিষয়ে প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের গাড়ি সেবা নগদায়ন গ্রহণের লক্ষ্যে ২২ বৈশাখ, ১৪২৬/৫ মে ২০১৯, তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অধিকতর সংশোধনপূর্বক নং ২৩.০০.০০০০.০১০.০২.০০১.১৮-৩৮৯, নিম্নবর্ণিত নীতিমালা জারি করা হলোঃ

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—

(১) এ নীতিমালা "প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত ঋণ এবং গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০১৯ (সংশোধিত)" নামে অভিহিত হবে।

(২) এ সংশোধিত নীতিমালা প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে কার্যকর হবে।

২। **সংজ্ঞা।**— বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকলে এ নীতিমালায়,-

(ক) "গাড়ি" অর্থ নতুন অথবা গাড়ি ক্রয়ের তারিখ হতে ০৫ (পাঁচ) বছরের মধ্যে প্রস্তুতকৃত সেডান কার/সেলুন/স্টেশন ওয়াগান/এসইউভি (SUV-Sports Utility Vehicle)/সিইউভি (CUV- Crossover Utility Vehicle)।

ব্যাখ্যাঃ এসইউভি (SUV) বা সিইউভি (CUV) প্রচলিত অর্থে জীপ (Jeep) বা অনুরূপ গাড়িকে বুঝাবে। গাড়ির সর্বনিম্ন সি.সি ১৫০০($\pm$১০) এবং সর্বোচ্চ সি.সি. ২০০০ ($\pm$১০) হবে।

(খ) **"গাড়ি সেবা নগদায়ন"** অর্থ প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাবৃন্দ কর্তৃক সরকার হতে গাড়ি সুবিধা গ্রহণের পরিবর্তে "সুদমুক্ত ঋণ" এর মাধ্যমে ক্রয়কৃত গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আর্থিক সুবিধাদি;

(গ) **"প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তা"** অর্থ সশস্ত্র বাহিনী সমূহের মেজর/সমর‍্যাংক (Substantive Rank) ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল/সমর‍্যাংক এবং তদুর্ধ্ব পদবির কর্মকর্তা। তবে মেজর/সমর‍্যাংক (Substantive Rank) ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল/সমর‍্যাংক কর্মকর্তার কমিশন প্রাপ্তির পর চাকরিকাল ন্যূনতম ১৩ বৎসর (তবে স্বল্প মেয়াদী সরাসরি কমিশনপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের ক্ষেত্রে কমিশন প্রাপ্তির পর চাকরিকাল ন্যূনতম ১০ বৎসর এবং Substantive Rank) হতে হবে। আরও উল্লেখ থাকে যে, আর্মড ফোর্সেস নার্সিং সার্ভিসেস (এএফএনএস) এর কর্মকর্তাগণ এবং বাংলাদেশ ন্যাশন্যাল ক্যাডেট কোর (বিএনসিসি) এর অনারারী মেজর এবং সমতূল্যরা "প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তা" বিবেচিত হবেন না।

(ঘ) **"গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়"** অর্থ এ নীতিমালার আওতায় সুদমুক্ত ঋণের অর্থে ক্রয়কৃত গাড়ির মেরামত/সংরক্ষণ, জ্বালানি, ড্রাইভারের বেতন, বীমা, ফিটনেস নবায়ন, কর, অন্যান্য ফি ইত্যাদি বাবদ প্রদেয় মাসিক রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়কে বুঝাবে।

(ঙ) **"সুদমুক্ত ঋণ"** অর্থ এ নীতিমালার অধীন গাড়ি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সুদমুক্ত ঋণ।

(চ) "সরকারি দাবী আদায় আইন" অর্থ Public Demands Recovery Act, 1913 (Bengal Act No. III of 1913)।

(ছ) বৈদেশিক চাকরি অর্থ কোন বিদেশি রাষ্ট্র অথবা কোন স্বীকৃত আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক, বহুজাতিক বা বেসরকারি সংস্থার অধীন চাকরি।

জ) পরিবার অর্থ প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বামী/স্ত্রী, সন্তান, পিতামাতা এবং তাঁর সাথে বসবাসকারী সদস্য।

৩। **নীতিমালার প্রাধান্য।**—আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন নীতিমালায় যা কিছুই থাকুক না কেন এ নীতিমালা প্রাধান্য পাবে।

৪। **"সুদমুক্ত ঋণ" সুবিধা প্রাপ্তির যোগ্যতা।**—

(১) এ নীতিমালার অধীন সুদমুক্ত ঋণ সুবিধা প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাকে সার্বক্ষণিক গাড়ি ব্যবহারের প্রাধিকার প্রাপ্ত কর্মকর্তা হতে হবে।

(২) কোন প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তা সুদমুক্ত ঋণের চেক গ্রহণের পর তিনি তা প্রত্যাহার করতে চাইলে সুদমুক্ত ঋণের চেক ইস্যুর তারিখ হতে সম্পূর্ণ অর্থের উপর শতকরা ১৫ (পনের) টাকা হারে জরিমানা প্রদান করতে হবে। তবে, নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে চেকের অর্থ নগদায়ন করতে না পারলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এর অনুমোদনক্রমে জরিমানা প্রদান ব্যতিরেকে চেক ফেরত প্রদান করতে পারবেন।

(৩) নীতি ৪ (১) ও (২) এর নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে একজন প্রাধিকার প্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তা এ নীতিমালার অধীন গাড়ি ক্রয়ের জন্য সুদমুক্ত ঋণ সুবিধা পাবেন, যথাঃ

(ক) প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রাপ্যতা যতদিন থাকবে ততদিনের মধ্যে আবেদন করতে পারবেন। তবে সুদমুক্ত ঋণ এর আবেদন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে গ্রহণের তারিখ হতে এল.পি.আর. শুরুর তারিখ পর্যন্ত চাকরির মেয়াদ অবশ্যই ০১ (এক) বছর থাকতে হবে;

(খ) প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সরকারি অথবা তাঁর নিজস্ব বাহিনী হতে গাড়ি সুবিধা গ্রহণ করলেও গাড়ি সেবা নগদায়নের আবেদন করতে পারবেন। কিন্তু সুদমুক্ত ঋণ গ্রহণপূর্বক গাড়ি ক্রয়ের পর সরকারি অথবা নিজস্ব বাহিনীর গাড়ি ব্যবহারের সুবিধা আর বহাল থাকবে না।

(গ) বৈদেশিক চাকরি/লিয়েন/জাতিসংঘ মিশন/চুক্তিতে কর্মরত কোন প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তা বৈদেশিক চাকরি/লিয়েন/চুক্তি/জাতিসংঘ মিশন শেষে চাকরিতে যোগদানের পর সুদমুক্ত ঋণের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

(ঘ) মঞ্জুরী আদেশ জারীর তারিখে প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সশস্ত্র বাহিনীর চাকরিতে নিয়োজিত থাকতে হবে।

৫। **"সুদমুক্ত ঋণ" গ্রহণের অযোগ্যতা।**—

কোন একজন প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ নীতিমালার অধীন গাড়ি ক্রয়ের জন্য সুদমুক্ত ঋণ সুবিধা গ্রহনের অযোগ্য হবেন যদি তাঁর:

(ক) সুদমুক্ত ঋণ এর আবেদনপত্র প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে গ্রহণের তারিখ হতে এল.পি.আর শুরুর তারিখ পর্যন্ত চাকরির মেয়াদ কমপক্ষে ০১ (এক) বছর না থাকে; এবং

(খ) সুদমুক্ত ঋণ মঞ্জুরি আদেশ জারির তারিখে প্রাধিকারপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা যদি বৈদেশিক চাকরি/লিয়েন/চুক্তিতে নিয়োজিত থাকলে।

(গ) বিভিন্ন প্রকার অগ্রিম বা গৃহ নির্মাণ অগ্রিম গ্রহণের কারণে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার পেনশন বা গ্র্যাচুয়িটি হতে প্রস্তাবিত সুদমুক্ত ঋণের অর্থ আদায় করা সম্ভব না হয়।

(ঘ) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গজনিত মামলা/কোর্ট মার্শাল চলমান থাকলে।

(ঙ) সংশ্লিষ্ট বাহিনীর আইনে কোর্ট মার্শাল এর মাধ্যমে Forfeiture of seniority of rank or, forfeiture of all or any part of the service for the purpose of promotion শাস্তি প্রাপ্ত হওয়ার ০২ (দুই) বৎসর অতিক্রম না করলে।

(চ) সংশ্লিষ্ট বাহিনীর আইনে কোর্ট মার্শাল এর মাধ্যমে উপরোক্ত নীতি ৫(ঙ) এ বর্ণিত শাস্তির চেয়ে নিম্নতর কোন শাস্তি প্রাপ্ত হওয়ার ০১ (এক) বৎসর অতিক্রম না করলে।

৬। **"সুদমুক্ত ঋণ" মঞ্জুরের শর্ত।—**

(১) সরকারের পক্ষে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এ নীতিমালার অধীন গাড়ি ক্রয়ের সুদমুক্ত ঋণ মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ বলে বিবেচিত হবে।

(২) প্রাধিকার প্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ পরিশিষ্ট-'ক' ফরমে সুদমুক্ত ঋণের আবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব/সচিব বরাবর দাখিল করবেন।

(৩) নীতি ৬ (১) ও এ নীতিমালার অন্যান্য উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ করবে।

(৪) প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের গাড়ি ক্রয় এবং এর আনুষঙ্গিক অন্যান্য খরচাদি যেমন রেজিস্ট্রেশন, ফিটনেস, ট্যাক্স টোকেন ইত্যাদি সকল খরচ নির্বাহের জন্য অর্থ বিভাগের পূর্বানুমোদনক্রমে সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত এককালীন সুদমুক্ত ঋণ এর পরিমাণ প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করতে পারবে।

(৫) নীতি ৬(২) এর অধীন আবেদনকারীদের মধ্যে প্রাধিকার অর্জনের সময় হতে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সুদমুক্ত ঋণ মঞ্জুর করতে হবে, তবে এক্ষেত্রে একই তারিখে একই পদে প্রাধিকার অর্জিত কর্মকর্তাদের মধ্য হতে অবসর গমন বা এলপিআর নিকটবর্তী কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

(৬) কোন কর্মকর্তা তার সমগ্র চাকরিকালে ০১ (এক) বারের বেশি এ নীতিমালার অধীন কোন সুদমুক্ত ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন না।

(৭) কোন কর্মকর্তা সুদমুক্ত ঋণ মঞ্জুরির আদেশ প্রাপ্তির পর ঋণ গ্রহণে অস্বীকৃত হলে ও ঋণের চেক নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে ফেরত দিলে সেক্ষেত্রে পূর্বের আদেশ বাতিল সাপেক্ষে পুনরায় সুদমুক্ত ঋণের আবেদন করতে পারবেন।

৭। **ক্রয়কৃত গাড়ির রেজিস্ট্রেশন খরচ ও অতিরিক্ত অর্থ ফেরত।—**

(১) চুক্তি সম্পাদনের অনধিক ৯০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে গাড়ি ক্রয়, রেজিস্ট্রেশন, বীমা ও এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যাদি (বন্ধকী ফরমসহ) সম্পন্ন করতে হবে। এর ব্যত্যয় হলে ৯০ (নব্বই) দিনের পর হতে সুদমুক্ত ঋণের সম্পূর্ণ অর্থের উপর শতকরা ১৫ (পনের) টাকা হারে জরিমানা প্রদান করতে হবে।

(২) গাড়ি ক্রয়, রেজিস্ট্রেশন, বীমা ও এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যাদি বাবদ ব্যয় করার পর অব্যয়িত অর্থ থাকলে তা চুক্তি সম্পাদনের ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে এবং "গ" ফরম (বন্ধকী ফরম) স্বাক্ষরের পূর্বে সরকার বরাবর ফেরত প্রদান করতে হবে। এর ব্যত্যয় হলে চুক্তি সম্পাদনের ৯০(নব্বই) দিনের পর হতে অব্যয়িত অর্থের উপর শতকরা ১৫ (পনের) টাকা হারে জরিমানাসহ ফেরত প্রদান করতে হবে।

(৩) গাড়ির ফিটনেস, ট্যাক্স টোকেন ও বীমার নবায়ন প্রতিবছর নিজ অর্থায়নে করতে হবে।

(৪) যদি কোন কর্মকর্তা মঞ্জুরিকৃত অর্থের অধিক ব্যয়ে গাড়ি ক্রয় করেন তাহলে উক্ত অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ সরকারের নিকট হতে দাবি করতে পারবেন না। তবে মঞ্জুরিকৃত অর্থের ২০% অধিক ব্যয়ে গাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিলপূর্বক প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে আয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে গাড়ি ক্রয় করতে হবে।

৮। চুক্তি সম্পাদন ও গাড়ি বন্ধক।—

(১) সুদমুক্ত ঋণ মঞ্জুরিকালে প্রত্যেক প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে পরিশিষ্ট-"খ" ফরমে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে সরকারের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।

(২) সুদমুক্ত ঋণের মঞ্জুরিকৃত অর্থ প্রাপ্তি এবং গাড়ি ক্রয়ের পর প্রত্যেক প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে পরিশিষ্ট-"গ" ফরমে সরকার বরাবর সংশ্লিষ্ট গাড়িটি অগ্রিমের নির্ধারিত টাকা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত বন্ধক রাখতে হবে।

(৩) সুদমুক্ত ঋণ বাবদ মঞ্জুরিকৃত অর্থ দ্বারা ক্রয়কৃত গাড়ির সুদমুক্ত ঋণের নির্ধারিত টাকা পরিশোধ হয়ে গেলে সরকার উক্ত কর্মকর্তার অনুকূলে পরিশিষ্ট-"ঘ" ফরমে বন্ধক অবমুক্ত বিষয়ে একটি প্রত্যয়নপত্র প্রদান করবে। তবে কোন কর্মকর্তা চাকরিরত অবস্থায় সুদমুক্ত ঋণের সম্পূর্ণ অর্থ পরশোধের পর গাড়িটি অবমুক্ত করলে অবমুক্তির তারিখ হতে অবচয় সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

৯। গাড়ির বীমা।—

প্রত্যেক প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে এ নীতিমালার অধীন ক্রয়কৃত গাড়ির অগ্নি, চুরি, দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি ইত্যাদির জন্য ফার্স্ট পার্টি ইন্স্যুরেন্স বা বীমা করতে হবে।

১০। গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়।—

(১) প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তা সরকারের নিকট হতে সুদমুক্ত ঋণ গ্রহণ করলে তিনি গাড়ি ক্রয়ের পর সংশ্লিষ্ট বাহিনী/সংস্থা কর্তৃক পরিবহন ব্যবহার সংক্রান্ত ছাড়পত্র গ্রহণপূর্বক "গ" ফরম স্বাক্ষরের তারিখ হতে গাড়ি মেরামত/সংরক্ষণ, জ্বালানী, ড্রাইভারের বেতন ইত্যাদি বাবদ প্রাপ্য মাসিক রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের অর্থ প্রাপ্য হবেন, তবে এ রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের জন্য মাসিক অর্থের পরিমান অর্থ বিভাগের পূর্বানুমোদনক্রমে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারণপূর্বক প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করা হবে। নির্ধারিত রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় উক্ত কর্মকর্তা মাসিক বেতন বিলের সাথে উত্তোলন করবেন। তিনি চুক্তি ("গ" ফরম) স্বাক্ষরের তারিখ হতে উক্ত মাসের অবশিষ্ট সময়ের জন্য আংশিক রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রাপ্য হবেন। স্বাক্ষরিত "গ" ফরমের প্রমাণক ছাড়া কোন ক্রমেই গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রাপ্য হবেন না। এর ব্যত্যয় হলে রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বাবদ উত্তোলিত অর্থের শতকরা ১৫ (পনের) টাকা হারে জরিমানাসহ ফেরত প্রদান করতে হবে।

(২) নীতি ৮ এর অধীন সম্পাদিত চুক্তির কোন শর্তের বরখেলাপ বা সরকারের অনুমতি ব্যতিরেকে ক্রয়কৃত গাড়ি বিক্রয় করলে এ বিধির অধীনে কোন গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় পাবেন না।

(৩) বিদেশে অধ্যয়নরত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তা এবং বিদেশে বাংলাদেশ সরকারের কোন মিশন/সংস্থায় কর্মরত অবস্থায় রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের ৫০% প্রাপ্য হবেন।

(৪) প্রাধিকারপ্রাপ্ত সকল কর্মকর্তা এল.পি.আর সময়ে গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রাপ্য হবেন।

(৫) সশস্ত্র বাহিনীর মেজর জেনারেল/সমর্যাংক ও তদুর্ধ্ব কর্মকর্তাগণ তাঁদের পদমর্যাদানুসারে গাড়ি সংক্রান্ত অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্য হবেন।

(৬) নীতি-১০ (৪) ও (৫) এ যা কিছুই থাকুক না, কোন প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এল.পি.আর সময়ে অভোগকৃত অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটি (এল.পি.আর) স্থগিত/বাতিলের শর্তে চুক্তিভিত্তিক বা অন্য কোন ব্যবস্থাপনায় রাষ্ট্রের/ সরকারের কোন পদে নিয়োজিত হলে এ নীতিমালা অনুযায়ী গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় এবং অন্য কোন আর্থিক সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

(৭) সুদমুক্ত ঋণ গ্রহণকারী কর্মকর্তা সরকারের নিকট হতে গাড়িচালক, জ্বালানী, গাড়ি ব্যবহারজনিত ক্ষয়, রক্ষণাবেক্ষণ বা কোন প্রকার মেরামতের জন্য পৃথক কোন রকম আর্থিক সুযোগ সুবিধা, প্রকৃত ব্যয় বা খরচ দাবী করতে পারবেন না এবং উক্ত গাড়ির জন্য কার সেন্ট, এয়ার ফ্রেসনার, টিস্যু পেপার ও এ্যারোসল ইত্যাদি কোন প্রকার সুবিধা পাবেন না।

১১। **সুদমুক্ত ঋণের অর্থে ক্রয়কৃত গাড়ি বিক্রয়।—**

(১) সুদমুক্ত ঋণের অর্থে ক্রয়কৃত গাড়ি ঋণ পরিশোধের পূর্বে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

(২) বিক্রয় মূল্য হতে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে বকেয়া ঋণ জমা প্রদান করার শর্তে বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে এবং গাড়ি বিক্রয়ের অনধিক ১৫(পনের) দিনের মধ্যে অপরিশোধিত অর্থ এককালীন জমা দিতে হবে।

(৩) যদি কোন কর্মকর্তা নীতি ১১ এর (২) অনুসারে অপরিশোধিত অর্থ জমা প্রদান করতে ব্যর্থ হন তা হলে অপরিশোধিত অর্থের উপর গাড়ি বিক্রয়ের তারিখ হতে শতকরা ১৫ (পনের) টাকা হারে জরিমানা আদায় করা হবে।

(৪) পুরাতন গাড়ি বিক্রয় করে নতুন গাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে সিনিয়র সচিব/সচিব প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় নিম্নোক্ত শর্তে বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করতে পারবেন, যথাঃ

(ক) বকেয়া ঋণ অপেক্ষা নতুন গাড়ির মূল্য কম হলে পার্থক্যের সমপরিমাণ অর্থ সরকার বরাবর ফেরত দিতে হবে।
(খ) বকেয়া ঋণ পূর্বোক্ত হারেই আদায়/পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে; এবং
(গ) নতুন গাড়ির ক্ষেত্রে ফার্স্ট পার্টি বীমা করতে হবে এবং সরকারের নিকট বন্ধক রাখতে হবে।

১২। **গাড়ি দুর্ঘটনা ও চুরি।—**

গাড়ি ক্রয়ের পর দুর্ঘটনায় বিনষ্ট বা চুরি হলে সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রাপ্তি অব্যাহত থাকবে। তবে এক্ষেত্রে কিস্তির টাকা নিয়মিত পরিশোধ করতে হবে অন্যথায় অপরিশোধিত কিস্তির উপর শতকরা ১৫ (পনের) টাকা হারে জরিমানা প্রদান করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে তিনি নিজস্ব বাহিনী/সংস্থা হতে গাড়ির সুবিধা পাবেন না।

১৩। **গাড়ির মালিকানা।—**

গাড়ি ক্রয়ের জন্য গৃহীত সমুদয় ঋণের কিস্তি পরিশোধের পর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা গাড়ির মালিক হবেন।

১৪। **গাড়ি ব্যবহার।—**

(১) কর্ম অধিক্ষেত্র অর্থাৎ কোন কর্মকর্তার দাপ্তরিক কার্যালয় যে স্থানে অবস্থিত, তার ৮(আট) কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে সরকারি কাজে ভ্রমণের জন্য ব্যবহারকারী কর্মকর্তা কোন টি.এ/ডি.এ দাবী করতে পারবেন না;

তবে শর্ত থাকে যে, ৮(আট) কিলোমিটার ব্যাসার্ধের বাইরে কোন সরকারি কাজে ভ্রমণের জন্য (বাসায় যাতায়াতের ক্ষেত্র ব্যতীত) গাড়িটি ব্যবহৃত হলে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে টি.এ/ডি.এ প্রাপ্য হবেন।

ব্যাখ্যাঃ কোন কর্মকর্তার একাধিক দাপ্তরিক কার্যালয় থাকলে এ ক্ষেত্রে তিনি প্রধানতঃ যে দপ্তরে পদায়িত বা অধিক সময় অবস্থান করেন তা বিবেচনা করতে হবে।

(২) কোন কর্মকর্তা চাকরিতে থাকা অবস্থায় দাপ্তরিক প্রয়োজন মিটানোর পরে গাড়িটি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে পরিবারের সদস্য সমন্বয়ে ব্যবহার করতে পারবেন, এক্ষেত্রে প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার গাড়ি ব্যবহার বিষয়ে দূরত্ব সংক্রান্ত সরকারি নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না।

(৩) গাড়িভাড়া, লীজ বা অন্যকোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য হস্তান্তর করলে তা সামরিক শৃঙ্খলা পরিপন্থি আচরণ বলে গণ্য হবে।

১৫। বৈদেশিক চাকরিতে নিয়োগ/ লিয়েন গ্রহণ।—

(১) সুদমুক্ত ঋণ প্রাপ্ত কোন প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বৈদেশিক চাকরিতে নিয়োগপ্রাপ্ত হলে অথবা লিয়েনে গমন করলে বা জাতিসংঘ মিশনে কর্মরত থাকলে উক্ত সময়ে এ নীতিমালার অধীন প্রদত্ত গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রাপ্য হবেন না।

(২) নীতি ১৫ এর (১) অনুসারে গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রদান স্থগিত থাকলেও ঋণের কিস্তি নিয়মিত পরিশোধ করতে হবে এবং এর ব্যত্যয় হলে শতকরা ১৫(পনের) টাকা হারে জরিমানাসহ কিস্তির অর্থ জমা প্রদান করতে হবে।

১৬। **প্রেষণ/প্রকল্পে কর্মরত অবস্থায় "রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়" প্রাপ্যতা।—**

প্রেষন/প্রকল্পে কর্মরত প্রাধিকার প্রাপ্ত কর্মকর্তা সুদমুক্ত ঋণের অর্থে ক্রয়কৃত গাড়িটি সচল রাখার প্রয়োজনে মেরামত/সংরক্ষণ, জ্বালানী, ড্রাইভারের বেতন ইত্যাদি বাবদ নীতি ১০(১) অনুযায়ী গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বাবদ যে আর্থিক সুবিধা প্রাপ্য হবেন তা অর্থ বিভাগের পূর্বানুমোদনক্রমে সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হবে যা প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করা হবে। তিনি গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বাবদ যে পরিমান অর্থ প্রাপ্য হবেন তা সংশ্লিষ্ট সংস্থা/অফিস হতে উত্তোলন করবেন। সার্বক্ষণিক গাড়ি ব্যবহারের সুবিধা না থাকলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধানের সুপারিশসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের ছাড়পত্র প্রদানের পর ১০০% রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রাপ্য হবেন।

১৭। **সরকারি অথবা নিজস্ব বাহিনীর গাড়ি রিকুইজিশন সীমিতকরণ।—**

(১) সুদমুক্ত ঋণ সুবিধা গ্রহণকারী কোন কর্মকর্তা সাধারণভাবে তাঁর দপ্তর হতে রিকুইজিশনের ভিত্তিতে কোন গাড়ি সরকারি বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবেন না।

তবে শর্ত থাকে যে,

(ক) জরুরি পরিস্থিতি (দাপ্তরিক বা ব্যক্তিগত) উদ্ভবের পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষেত্র বিশেষ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও সরকার/বাহিনী কর্তৃক নির্ধারিত পরিচালনা ব্যয়বহন সাপেক্ষে গাড়ি রিকুইজিশন করতে পারবেন; এবং

(খ) উক্ত কর্মকর্তার এ নীতিমালার অধীন ক্রয়কৃত গাড়িটি যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে অচল থাকলে উক্ত মর্মে প্রত্যয়নসহ রিকুইজিশনের ভিত্তিতে গাড়ি ব্যবহার করতে পারবেন। তবে এক্ষেত্রে প্রতিদিনের রিকুইজিশনের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত আনুপাতিক হারে গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় কর্তনযোগ্য হবে।

(২) নীতি ১৭(১) এ যা কিছুই থাকুক না কেন সশস্ত্র বাহিনীর মেজর জেনারেল/সমর‌্যাংক ও তদুর্ধ্ব এবং অন্যান্য উর্ধ্বতন পদমর্যাদার কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনের জন্য নির্ধারিত টিওএন্ডইভুক্ত গাড়িটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে এ শর্ত প্রযোজ্য হবে না।

(৩) রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বাবদ ১০০% অর্থ গ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ অফিসে যাতায়াত বা অন্য কোন কাজের জন্য কোনভাবেই কর্মস্থলের গাড়ি ব্যবহার করবেন না।

(৪) নীতি-১০(৩), ১৭(৩) এর অনুসরণে ব্যর্থতা সামরিক শৃঙ্খলা পরিপন্থি আচরণ বলে গণ্য হবে এবং সংশ্লিষ্ট অর্থ শতকরা ১৫ (পনের) টাকা হারে জরিমানাসহ আদায়যোগ্য হবে।

১৮। **সুদমুক্ত ঋণ আদায় পদ্ধতি।—**

(১) (ক) সুদমুক্ত ঋণ সর্বোচ্চ ১২০ (একশত বিশ) টি সমান কিস্তিতে আদায়যোগ্য হবে। অগ্রিমের চেক ইস্যুর পরবর্তী মাসের বেতন হতে কিস্তি কর্তন শুরু করা হবে। এর ব্যত্যয় হলে চেক গ্রহণের তারিখ হতে খেলাপি কিস্তির উপর শতকরা ১৫ (পনের) টাকা হারে জারিমানাসহ খেলাপি কিস্তি প্রদান করতে হবে। এছাড়া বন্ধকী ফরম ('গ' ফরম) স্বাক্ষরের পর পরিশোধিত কিস্তি (সংশ্লিষ্ট বাহিনীর/সংস্থার হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কর্তন বিষয়ে প্রত্যয়ন মোতাবেক) এবং প্রাপ্য অবচয় সুবিধা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অর্থের উপর কিস্তি পুনঃনির্ধারণ করা যাবে।

(খ) সুদমুক্ত ঋণের উপর ১% (এক শতাংশ) সার্ভিস চার্জ নির্ধারিত হারে ১২০ (একশত বিশ) টি সমান কিস্তিতে আদায়যোগ্য হবে।

(২) কোন কর্মকর্তা কর্মরত অবস্থায় যে কোন সময়ে বা অবসরে যাওয়ার পূর্বে অপরিশোধিত সমুদয় অর্থ এককালীন পরিশোধ করতে ইচ্ছুক হলে সমুদয় অর্থ পরিশোধের তারিখে প্রাপ্য অবচয় সুবিধা বাদ দিয়ে বাকি অর্থ ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে নির্ধারিত কোডে তা জমা প্রদান করতে পারবেন। তবে, গাড়ি অবমুক্ত হওয়ার পর এই নীতিমালার আওতায় কোন সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

(৩) কর্মরত ও এল.পি.আর সময়ের মধ্যে সমুদয় কিস্তির টাকা আদায় করা সম্ভব না হলে অগ্রিম বাবদ গৃহীত অপরিশোধিত অর্থ নিম্নরূপভাবে আদায় করা হবে, যথাঃ

(ক) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার গ্র্যাচুয়িটি হতে এককালীন আদায় করা হবে;

(খ) দফা (ক) অনুযায়ী গ্র্যাচুয়িটি হতে আদায়ের পরও বকেয়া থাকলে সুদমুক্ত ঋণের অপরিশোধিত অর্থ উক্ত কর্মকর্তার পেনশন হতে কর্তন করতে হবে;

(গ) দফা (খ) অনুযায়ী পেনশন হতে আদায়ের পরও বকেয়া থাকলে সুদমুক্ত ঋণের অপরিশোধিত অর্থ বন্ধকী গাড়ি বিক্রয়পূর্বক সমন্বয় করতে হবে; অথবা

(ঘ) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তাঁর নিজস্ব সঞ্চয় হতে অপরিশোধিত টাকা পরিশোধ করবেন;

(ঙ) দফা (ক), (খ), (গ) ও (ঘ) এর মাধ্যমে আদায়ের পরও অগ্রিম অপরিশোধিত থাকলে সরকারি দাবী আদায় আইনের বিধান অনুযায়ী সরকারি পাওনা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(৪) কোন কর্মকর্তা স্বেচ্ছায় চাকরি ত্যাগ করলে বা সরকার কর্তৃক কোন কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান, চাকরি হতে বরখাস্ত বা চাকরিচ্যুত করা হলে বকেয়া পাওনা পেনশন/গ্র্যাচুয়িটির সাথে সমন্বয় করা হবে। সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক উল্লিখিত ক্ষেত্রে আর্থিক সুবিধা প্রদান করা না হলে বকেয়া পাওনা নগদে পরিশোধ করতে হবে অথবা বন্ধকী গাড়ি বিক্রয়ের মাধ্যমে সমন্বয় করা হবে। এর পরও বকেয়া ঋণ অপরিশোধিত থাকলে সরকারি দাবী আদায় আইনের বিধান অনুযায়ী সরকারি পাওনা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(৫) নীতি-৮ এর অধীন সম্পাদিত চুক্তির কোন শর্তের বরখেলাপ হলে সরকার বন্ধকী গাড়ি বিক্রয়পূর্বক সুদমুক্ত ঋণ সমন্বয় করবে এবং এর পরও সুদমুক্ত ঋণ অপরিশোধিত থাকলে সরকারি দাবী আদায় আইনের বিধান অনুযায়ী সরকারি পাওনা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(৬) সুদমুক্ত ঋণ গ্রহীতার মৃত্যু হলে এবং দুর্ঘটনা অথবা মানসিক কারণে অক্ষম/প্রতিবন্ধী হয়ে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণকারী দূর্দশাগ্রস্থ কর্মকর্তা হলে, সে ক্ষেত্রে –

(ক) তাঁর গ্র্যাচুয়িটি হতে সুদমুক্ত ঋণের টাকা আদায় করা হবে;

(খ) তাঁর গ্র্যাচুয়িটি হতে আদায়ের পর সুদমুক্ত ঋণ অপরিশোধিত থাকলে উক্ত কর্মকর্তার পারিবারিক পেনশন হতে কর্তন করতে হবে;

(গ) উপরি উক্ত (ক) ও (খ) এ যা কিছুই থাকুক না কেন, মৃত কর্মকর্তার উত্তরাধিকারী অথবা অক্ষম হয়ে অবসর গ্রহণকারী দূর্দশাগ্রস্থ কর্মকর্তা বা তাঁর প্রতিনিধি যৌক্তিক অর্থনৈতিক কারণে সুদমুক্ত ঋণের অপরিশোধিত অর্থ **(আসল এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জরিমানা ও সার্ভিস চার্জ)** মওকুফের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন এবং তাঁর আবেদনপত্রটি অর্থ বিভাগ কর্তৃক গঠিত "অগ্রিমের আসল ও সুদ মওকুফ" সংক্রান্ত কমিটিতে প্রেরন করা হবে এবং উক্ত কমিটি মওকুফের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

১৯। গাড়ির অবচয় হিসাব।—

(১) গাড়ির প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সরকারি দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে সরকারি গাড়ির পরিবর্তে গাড়ি ক্রয়ের জন্য নগদায়নের সুবিধা প্রদান করা হয়। সরকারি দায়িত্ব পালনে গাড়ি ব্যবহারের ফলে প্রতি বছর গাড়ির আয়ুস্কাল হ্রাস পায় বিধায় গাড়ির অবচয় হিসাব সর্বোচ্চ ৮(আট) বছর। এ কারণে বছরে ১০% হারে অবচয় (**Depreciation cost**) বাদ দিয়ে অবশিষ্ট মূল্য পরিশোধ করে নীতিমালার "ঘ" ফরম অনুযায়ী গাড়ির বন্ধক কাল শেষ হবে। ক্রয়কৃত সকল গাড়ির ক্ষেত্রে প্রথম বছর থেকেই [(বন্ধকী ফরম)("গ" ফরম) স্বাক্ষরের তারিখ হতে] অবচয় সুবিধা প্রাপ্য হবেন। তবে এ নীতিমালা জারির পূর্বে গৃহীত সুদমুক্ত ঋণের অর্থে ক্রয়কৃত Brand New গাড়ির ক্ষেত্রে প্রথম বছর হতে অবচয় সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

(২) অবচয় সুবিধা সর্বোচ্চ ০৮ বছর প্রদানের ক্ষেত্রে এল.পি.আর সময় পর্যন্ত হিসাব করা যাবে। কোন কর্মকর্তা অভোগকৃত অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটি (এল.পি.আর) স্থগিত/বাতিলের শর্তে চুক্তিভিত্তিক বা অন্য কোন ব্যবস্থাপনায় রাষ্ট্রের/সরকারের কোন পদে নিয়োজিত হলে এল.পি.আর সময়ে অবচয় সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

২০। **অস্পষ্টতা দূরীকরণ।—**

সংশোধিত এ নীতিমালার কোন কিছু অস্পষ্ট থাকলে বা কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে তা দূরীকরণের ব্যবস্থা নিতে পারবেন। এ বিষয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় প্রদত্ত ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

২১/১২/2020

মোঃ মঞ্জুরুল করিম
উপসচিব

পরিশিষ্ট-"ক"

বরাবর
সিনিয়র সচিব/সচিব
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
গণভবন কমপ্লেক্স, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

মাধ্যমঃ যথাযথ কর্তৃপক্ষ।

বিষয়ঃ প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তা হিসেবে মোটরগাড়ি ক্রয়ের সুদমুক্ত ঋণের আবেদন।

মহোদয়,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি সার্বক্ষণিক গাড়ি ব্যবহারের একজন প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। আমি সরকারি বা নিজস্ব বাহিনীর গাড়ি সুবিধা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নই। প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত ঋণ ও গাড়ির সেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০১৯ (সংশোধিত) অনুযায়ী আমি মোটরগাড়ি ক্রয়ের জন্য .... (কথায়) ....টাকা সুদমুক্ত ঋণ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। নিম্নে আমার প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সদয় বিবেচনার জন্য পেশ করলামঃ-

১। নাম ও পরিচিতি নম্বর :

২। জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর :

৩। পদবি :

৪। কর্মস্থল :

৫। জন্ম তারিখ :

৬। চাকরিতে যোগদানের তারিখ :

৭। প্রাধিকার অর্জনের তারিখ :

৮। এল. পি.আর শুরুর তারিখ :

৯। মূল বেতন :

১০। ইতঃপূর্বে গৃহীত অগ্রিম সংক্রান্ত তথ্য (গৃহনির্মাণ/ মোটর সাইকেল/কম্পিউটার) :

অগ্রিমের নাম	মঞ্জুরের তারিখ	অগ্রিমের পরিমাণ	কিস্তির পরিমাণ	অপরিশোধিত টাকার পরিমাণ	অগ্রিম সম্পূর্ণ পরিশোধের নির্ধারিত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

১১। সুদমুক্ত ঋণ পরিশোধ সংক্রান্তঃ :

প্রার্থিত সুদমুক্ত ঋণের পরিমাণ	কত কিস্তিতে পরিশোধ করতে ইচ্ছুক	চাকরিরত অবস্থায় পরিশোধ সম্ভব না হলে অগ্রিম সমন্বয় পদ্ধতি	মন্তব্য
১	২	৩	৪

১২। গাড়ি ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য :

(ক) সরকারি বা নিজস্ব বাহিনীর /
......................সংস্থার গাড়ি ব্যবহার করি/ না :

(খ) গাড়ি নম্বর.................(গাড়ি ব্যবহারের ক্ষেত্রে) :

(গ) গাড়ি ব্যবহারের সময় :

১৩। আমি এ মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, প্রার্থিত সুদমুক্ত ঋণ মোটরগাড়ি ক্রয় ব্যতীত অন্য কোন কাজে ব্যবহার করব না। গাড়ি ক্রয়, রেজিস্ট্রেশন, বীমা ও এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যাদি বাবদ ব্যয় করার পর অব্যয়িত অর্থ থাকলে তা চুক্তি সম্পাদনের ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে এবং "গ" ফরম (বন্ধকী ফরম) স্বাক্ষরের পূর্বে সরকার বরাবর ফেরত প্রদান করব। এর ব্যত্যয় হলে চুক্তি সম্পাদনের ৯০ (নব্বই) দিনের পর হতে অব্যয়িত অর্থের উপর শতকরা ১৫ (পনের) টাকা হারে জরিমানা প্রদান করতে বাধ্য থাকব।

আপনার অনুগত-

স্থানঃ

স্বাক্ষরঃ

নামঃ

তারিখঃ

পদবিঃ

ঠিকানাঃ

মোবাইল নম্বরঃ

ই-মেইলঃ

১৩। উর্ধ্বতন অফিসারের সুপারিশ-

স্বাক্ষর:

নাম:

পদবি:

ঠিকানা:

পরিশিষ্ট-"খ"

চুক্তিনামা

মোটরগাড়ি ক্রয়ের জন্য সুদমুক্ত ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্যে চুক্তি সম্পাদনের ফরম----------------------------------- সালের ----------------------মাসের---------------------------তারিখে একপক্ষে----------------------------------- (পরবর্তীকালে ঋণ গ্রহীতা হিসেবে অভিহিত যা তাঁর আইনগত প্রতিনিধি এবং স্বত্বনিয়োগীকে বুঝাবে) এবং অপরপক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি (পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি হিসেবে অভিহিত) এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি।

যেহেতু অগ্রিম গ্রহীতা প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত ঋণ ও গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০১৯ (সংশোধিত) অনুসারে (পরবর্তীতে সুদমুক্ত ঋণ ও গাড়ি সেবা নগদায়ন আদেশ হিসেবে অভিহিত) মোটর গাড়ি ক্রয় করার জন্য ---------------------------টাকা ঋণের জন্য সরকারের নিকট আবেদন করেছেন এবং সরকার পরবর্তীতে বর্ণিত শর্তাবলীতে এ ঋণ প্রদানে সম্মত হয়েছে।

সুতরাং এতদ্বারা উভয়পক্ষ এ মর্মে সম্মত হচ্ছেন যে, সরকার কর্তৃক সুদমুক্ত ঋণ গ্রহীতাকে -------------------------টাকা প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে (ঋণ গ্রহীতা এতদ্বারা যার প্রাপ্তি স্বীকার করলেন), ঋণ গ্রহীতা এ মর্মে সরকারের সাথে সম্মত হলেন যে,

(১) প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত ঋণ ও গাড়ি সেবা নগদায়নে নীতিমালা, ২০১৯ (সংশোধিত) মতে মাসিক বেতন বিল হতে কর্তনের মাধ্যমে এ ঋণের অর্থ ১% (এক শতাংশ) সার্ভিস চার্জসহ ১২০টি সমান কিস্তিতে তিনি পরিশোধ করবেন এবং এ কর্তন করার জন্য তিনি এতদ্বারা সরকারকে ক্ষমতা প্রদান করলেন;

(২) এ চুক্তি সম্পাদনের তারিখ হতে অনধিক ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে তিনি এ ঋণের সম্পূর্ণ অর্থ মোটরগাড়ি ক্রয় ও রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি খরচ সম্পন্ন করার জন্য ব্যয় করবেন এবং প্রকৃত মূল্য ও রেজিস্ট্রেশন খরচ ইত্যাদি যদি ঋণ অপেক্ষা কম হয় তবে অবশিষ্ট অর্থ ১৫(পনের)দিনের মধ্যে সরকারকে ফেরত দিবেন; এবং

(৩) প্রদত্ত ঋণ ও তজ্জনিত জরিমানার টাকার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) জামানত হিসেবে প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত ঋণ ও গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০১৯ (সংশোধিত) এ বর্ণিত "বন্ধকী" ফরমে মোটর গাড়িটি সরকারের নিকট দায়বদ্ধ করবেন।

এবং সর্বশেষে তাও সম্মত হওয়া যাচ্ছে এবং ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, যদি মোটরগাড়ি উপর্যুক্ত মতে এ দলিল স্বাক্ষরের ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে ক্রয় ও দায়বদ্ধ করা না হয়, অথবা ঋণ গ্রহীতা দেউলিয়া হন বা সরকারের চাকরি ত্যাগ করেন, বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণ অথবা যে কোনো কারণে চাকরির অবসান বা মৃত্যুবরণ করেন তাহলে ঋণের সম্পূর্ণ অর্থ এবং তার সঞ্চিত জরিমানা ও সার্ভিস চার্জ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অবিলম্বে পাওনা পরিশোধ করবেন।

উপরে বর্ণিত সমুদয় বয়ানের সাক্ষ্য স্বরূপ ঋণ গ্রহীতা উল্লিখিত বছর ও তারিখে স্বহস্তে স্বাক্ষর করলেন।

নিম্নেবর্ণিত সাক্ষীগণের সম্মুখে স্বাক্ষর করলেন :—

ঋণগ্রহীতার স্বাক্ষর ও তারিখ

সীল

মোবাইল-

ই-মেইল-

১ম সাক্ষীঃ

স্বাক্ষর: --

নাম: --

ঠিকানাঃ--

পেশাঃ--------------------------------------

মোবাইল নম্বর: ....

ই-মেইল: ....

২য় সাক্ষীঃ

স্বাক্ষর--------------------------------------

নাম: --

ঠিকানাঃ------------------------------------

পেশাঃ-----------------------------------

মোবাইল নম্বর: ....

ই-মেইল: ....

সরকারি প্রতিনিধির স্বাক্ষর ও তারিখ, সীল

পরিশিষ্ট-"গ"

মোটর গাড়ি ঋণের জন্য "বন্ধকী" ফরম

এ চুক্তিপত্র ---------------------------------সালের------------------------ মাসের -----------------তারিখে এক পক্ষে ----------------------(পরবর্তীতে ঋণ গ্রহীতা হিসেবে অভিহিত) এবং অপর পক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি (পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি হিসেবে অভিহিত) এর মধ্যে সম্পাদিত হলো।

যেহেতু, সুদমুক্ত ঋণ গ্রহীতা প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত ঋণ ও গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা (পরবর্তীতে সুদমুক্ত ঋণ ও গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা হিসেবে অভিহিত) অনুসারে মোটর গাড়ি ক্রয় করার জন্য ------------------------------টাকা ঋণ মঞ্জুরির আবেদন করেছেন এবং তা মঞ্জুর করা হয়েছে।

এবং যেহেতু বর্ণিত ঋণ মঞ্জুরির অন্যতম শর্ত এই যে, প্রদত্ত ঋণের জামানত হিসেবে ঋণ গ্রহীতা সরকারের নিকট এ মোটরগাড়ি দায়বদ্ধ করবেন।

এবং যেহেতু ঋণ গ্রহীতা প্রদত্ত সুদমুক্ত ঋণ বা তার অংশ বিশেষ দ্বারা মোটর গাড়ি ক্রয় করেছেন যার বিশদ বর্ণনা নিম্নে লিপিবদ্ধ তফসিলে উদ্বৃত হলোঃ

সুতরাং এ চুক্তিপত্রের ভাষ্য এই যে, বর্ণিত চুক্তি অনুসারে এবং পূর্বোক্ত বিষয়সমূহের বিবেচনায় ঋণ গ্রহীতা এ মর্মে সরকারের সাথে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছেন যে, তিনি সরকারকে -------------------- টাকা এবং উক্ত অর্থের উপর ১% (এক শতাংশ) সার্ভিস চার্জ প্রদান করবেন অথবা এ চুক্তির তারিখে যে পরিমাণ পাওনা অবশিষ্ট আছে, তা কিস্তির সিডিউল মোতাবেক সমান কিস্তিতে মাসের প্রথম দিনে প্রদান করবেন এবং বর্ণিত সদমুক্ত ঋণ ও গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা অনুসারে এ সময়ে পাওনা অর্থের উপর সঞ্চিত জরিমানা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রদান করবেন এবং ঋণ গ্রহীতা এ মর্মে আরও সম্মতি দিচ্ছেন যে, বর্ণিত সুদমুক্ত ঋণ ও গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা অনুসারে প্রদেয় এ অর্থ তাঁর মাসিক বেতনের বিল হতে কর্তনের মাধ্যমে আদায় করা হবে এবং চুক্তির আরো শর্ত অনুসারে সুদমুক্ত ঋণ গ্রহীতা এতদ্বারা এ মোটরগাড়ি বর্ণিত সুদমুক্ত ঋণ ও গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা অনুসারে বর্ণিত ঋণ এবং তার উপর সঞ্চিত জরিমানা জামানত হিসেবে সরকার বরাবর এর স্বত্ব ন্যস্ত এবং হস্তান্তর করলেন। গাড়ির ফিটনেস, বীমা, ট্যাক্স টোকেন ও রেজিস্ট্রেশনের মূল কপির ফটোকপি উভয় পক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত করে সরকার বরাবর জমা রাখলেন, তবে পেনশন ও আনুতোষিক মঞ্জুরির লক্ষ্যে না-দাবী গ্রহণ ও বন্ধকী অবমুক্তির সময়ে বন্ধককৃত গাড়ির হালনাগাদ ফিটনেস, ট্যাক্স টোকেন, বীমা এবং রেজিস্ট্রেশন/ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশনের মূল কপি শাখা কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন সাপেক্ষে পেনশন ও আনুতোষিক মঞ্জুরির না-দাবীসহ গাড়িটি "ঘ" ফরমের মাধ্যমে "বন্ধকী" অবমুক্তি পত্র গ্রহণ করবেন।

এবং ঋণ গ্রহীতা এ মর্মে আরও স্বীকৃত হয়ে ঘোষণা দিচ্ছেন যে, তিনি বর্ণিত মোটর গাড়ির ক্রয়মূল্য পূর্ণভাবে পরিশোধ করেছেন ও তা সম্পূর্ণভাবে তার নিজস্ব সম্পত্তি এবং তিনি তা কোথাও বন্ধক দেননি এবং বর্ণিত ঋণ বাবদ সরকারকে যে পর্যন্ত কোন অর্থ প্রদেয় থাকে সে পর্যন্ত তিনি সরকারের অনুমতি ব্যতীত এ সম্পত্তি বিক্রয়, বন্ধক বা তার দখল ত্যাগ করবেন না এবং মোটরগাড়ির মালিকানা হস্তান্তর করবেন না। এখানে আরও উল্লেখ করা যায় এবং ইহা স্বীকৃত ও ঘোষিত হচ্ছে যে, যদি কোন মূল কিস্তি, সার্ভিস চার্জের কিস্তি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অথবা মূল কিস্তির উপর জরিমানা বাবদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পূর্বে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে পাওনা হওয়ার দশ দিনের মধ্যে প্রদত্ত না হয় বা আদায় না হয় অথবা ঋণ গ্রহীতা মৃত্যুবরণ করেন বা কোন সময়ে চাকরিতে না থাকেন অথবা যদি ঋণ গ্রহীতা এ সম্পত্তি বিক্রয়, বন্ধক দেন অথবা দেউলিয়া হন অথবা তাঁর পাওনাদারের সঙ্গে কোন ব্যবস্থায় উপনীত হন অথবা কোন ব্যক্তি ঋণ গ্রহীতার বিরূদ্ধে ডিক্রি জারি বা রায় কার্যকর করেন, তবে তখন পর্যন্ত সমুদয় পাওনার অনাদায়কৃত অংশ এবং পূর্বে বর্ণিত মতে ধার্যকৃত জরিমানা তাৎক্ষণিকভাবে প্রদানযোগ্য হবে।

এবং এ মর্মে স্বীকৃত হওয়া যাচ্ছে এবং ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, পূর্বে বর্ণিত কোন একটি ঘটনা ঘটলে সরকার বর্ণিত মোটর গাড়ি বাজেয়াপ্ত করে তার মালিকানা গ্রহণ করবেন এবং তা স্থানান্তর না করে তার মালিকানায় থাকবেন অথবা তা স্থানান্তর করে খোলা নিলামে অথবা ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে চুক্তি করে বিক্রয় করবেন। বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে ও ঐ সময় পর্যন্ত সঞ্চিত জরিমানা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) হতে সে সময় পর্যন্ত অপরিশোধিত ঋণ পরিশোধের জন্য এবং এ চুক্তির অধীন তার অধিকার সংরক্ষণের জন্য বা আদায়ের জন্য এবং উদ্ধার করার জন্য সমুদয় ব্যয় এবং সকল প্রকার দায় মিটানোর জন্য ব্যবহার করবেন এবং এর অতিরিক্ত কোন অর্থ থাকলে ঋণ গ্রহীতা, তাঁর উইল নির্বাহক, প্রশাসক বা ব্যক্তিগত প্রতিনিধিকে প্রদান করবেন।

আরও শর্ত থাকে যে, বর্ণিত মোটর গাড়ির স্বত্ব গ্রহণ এবং বিক্রয়ের ক্ষমতা, সরকার কর্তৃক বিক্রয়লব্ধ নীট অর্থ যদি পাওনা হতে কম হয় তবে অবশিষ্ট অর্থের জন্য ঋণ গ্রহীতা অথবা তার ব্যক্তিগত প্রতিনিধির বিরুদ্ধে মামলা করার অধিকার ক্ষুণ্ন করবে না।

এবং ঋণ গ্রহীতা এ মর্মে আরও স্বীকৃত হচ্ছেন যে, যতদিন সরকার তাঁর নিকট কোন অর্থ পাওনা থাকবে ততদিন ঋণ গ্রহীতা কোনরূপ অগ্নি, চুরি বা দুর্ঘটনার কারণে ক্ষতি বা হানির জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন বীমা কোম্পানীতে বীমা করবেন।

এবং ঋণ গ্রহীতা এ মর্মে আরো স্বীকৃত হচ্ছেন যে, যুক্তিসঙ্গত ক্ষয় ও অপচয়ের কারণে যতটুকু অবনতি হওয়া গ্রহণযোগ্য, তা অপেক্ষা মোটরগাড়ির কোন অতিরিক্ত ক্ষতিসাধন বা বিনষ্ট ঘটাবেন না।

এবং যদি কোন ক্ষতি বা দুর্ঘটনা হয়ে থাকে তবে ঋণ গ্রহীতা অবিলম্বে তা মেরামত করাবেন ও ক্ষতিপূরণ করবেন।

উপরে বর্ণিত ভাষ্যের সাক্ষ্য স্বরূপ ঋণ গ্রহীতা উল্লিখিত বছরে ও তারিখে স্বহস্তে স্বাক্ষর প্রদান করলেন।

মোটর গাড়ির বিবরণ:

প্রস্তুতকারীর নাম:

বর্ণনা:

সিলিন্ডারের সংখ্যা:

ইঞ্জিন নম্বর:

চেসিস নম্বর:

ক্রয়মূল্য:

---এর উপস্থিতিতে সুদমুক্ত ঋণ গ্রহীতা---------------- ---------------------- ----------------------স্বাক্ষর করলেন।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও তারিখ

সীল

ঋণ গ্রহীতার স্বাক্ষর ও তারিখ

সীল-

পরিশিষ্ট-“ঘ”

বন্ধক অবমুক্তির প্রত্যয়ন পত্র

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, নাম: .... পদবি: .... কর্মস্থল: .... প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত ঋণ ও গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০১৯ (সংশোধিত) এর আওতায় গাড়ি ক্রয়ের জন্য গত..................তারিখে .... টাকা সুদমুক্ত ঋণ গ্রহণ করেন। তিনি গৃহীত ঋণের অর্থ দ্বারা ক্রয়কৃত......................নং গাড়িটি সরকার বরাবর...................... তারিখে বন্ধক রাখেন। তিনি/তাঁর পক্ষে (মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে পেনশন গ্রহণকারী) জনাব/বেগম .... তারিখে সমুদয় ঋণ পরিশোধ করেছেন বিধায় অদ্য............................... তারিখে তাঁর বন্ধককৃত ....নম্বর গাড়িটি অবমুক্ত করা হলো।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর